বর্ত্তমান বঙ্গদেশ।

ইঙ্গরেজ-রাজ্যে [illegible] এবে [illegible]দেশ।
সভ্যতার [illegible] করিছে প্রবেশ॥
নৃশংস শাসন হতে পাইয়াছে ত্রাণ।
পূর্ব্বাপেক্ষা নানা গুণে হইছে প্রধান॥
অভ্যুদয় শশধর হইছে উদয়।
সুখ দেবী হইছেন হৃদয়ে সদয়॥
অশেষ দুঃখের নিশি হইতেছে শেষ।
পরিতেছে মন সুখে নানা সুখ বেশ॥
ধরিতেছে করে নিজ রতন আধার।
হরিতেছে স্বর্গ হৈতে স্বর্গ সুখাগার॥
নতুবা নিসর্গে কভু হয় কি এমন।
দরশন কেহ যাহা করেনি কখন॥
দেখেনি শুনেনি কেহ হেন চমৎকার।
ভাবনা ভাবেনি কভু স্বপনে ইহার॥
পাখিরা করিত পূর্ব্বে পাখার গৌরব।
দেখিয়া শুনিয়া এবে হয়েছে নীরব॥
ভূচর যেনর, এবে ভূচর খেচর।
ইচ্ছামতে অনায়াসে যাইছে উপর॥
নগরে নাগরে কিম্বা আকাশ উপরে।
ভ্রমণ করিছে সদা অভয় অন্তরে॥

বর্ত্তমান বঙ্গদেশ।

শত ক্রোশ ভ্রমে দণ্ডে লৌহের তুরঙ্গে।
আতঙ্কে শিহরে উঠে দেখিলে কুরঙ্গে॥
কোথা কলিকাতা আর কোথায় লণ্ডন।
তিন দিনে তারে করে সংবাদ বহন॥
কোন্ বিশ্বে বিশ্বনেত্র বিশ্বেতে এতিন।
দগ্ধে থাকে রশ্মিসহ গত হলে দিন॥
নিশাযোগে হেথা আহা! দেখ সর্ব্বজন।
বিরাজে কেমন গ্যাস রূপেতে তপন॥
তাই বলি বাঙ্গালিরা ভাবেনিক যাহা।
নয়ন সমক্ষে এবে হেরিতেছে তাহা॥
অসদ্ভাব বঙ্গে আর নাহি কোন রূপ।
মনোহর শোভাধর স্বর্গের স্বরূপ॥
গুটি কত আছে কিন্তু দুঃখের বিষয়।
বরণন করা যাহা আবশ্যক হয়॥
পারি যদি করিবারে কিছু নিবারণ।
সার্থক ভাবিব মোর লেখনী ধারণ॥
কিন্তু হায়! এতে মোর নাহিক বিশ্বাস।
সার্থক হইবে কিম্বা হইব নিরাশ॥
কি জানি হইবে কিবা মম মন আশ।
মরা গরু তরে বুঝি কাটিতেছি ঘাস॥
ওহে নাথ জগদীশ করোনা হতাশ।
করোনা বিশ্বেশ, বঙ্গ দেশ সর্ব্বনাশ॥
তুমি বিনা বল নাথ! কেবা আর গতি।
যথায় তথায় থাকি চাহি তোমা প্রতি॥
ভাগ্য দোষে মম, নাথ, যদি সরস্বতী।
বর্ণনা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হন দাস প্রতি॥

তুমি যেন তাই দেখি হয়োনা বিরূপ।
বঙ্গদেশ তাহা হলে হইবে কিরূপ॥
কৃপানেত্রে হের নাথ বঙ্গ দাস গণে।
বাঁচাও বাঁচাও নাথ এ ভীষণ রণে॥
বিনা তুমি বঙ্গ ভূমি ভঙ্গ হয়ে যায়।
তাই নাথ এত করি ডাকিছি তোমায়॥
হের হের হের নাথ হের এই বার।
কর কর কর নাথ এদায় উদ্ধার॥
নিজ দোষে বাঙ্গালির হলো ছার ক্ষার।
রাবণ আনিল যথা ধ্বংস আপনার॥
আপনি বাসনা করে শেষে লঙ্কাপুরি।
শঙ্কা ভয়ে মরে; আর দুঃখ ভূরি ভূরি॥
ঘেরিয়া তাহার হরিল সুবর্ণ তার।
ডঙ্কা মারি লঙ্কা শেষে হলো ছার ক্ষার॥
সেইরূপ আপাততঃ রত্ন বঙ্গদেশ।
বঙ্গবাসী দোষে এত পাইতেছে ক্লেশ॥
নতুবা হইত বঙ্গ স্বর্গ ভূমি প্রায়।
আছয়ে তদ্রূপ যথা বাহ্যিক শোভায়॥
কিন্তু হায় কহিবারে বিদরে হৃদয়।
অবশেষে বঙ্গদেশ ব্যঙ্গের বিষয়॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দোঁহে সমান সদয়।
তথাচ দেশের ভাল কিছু নাহি হয়॥
অগণন আছে ধন নাহিক অভাব।
সম্যক তাহাতে পুন বিদ্যার প্রভাব॥
স্বভাব সদয় অতি তাহে পুনরায়।
স্বভাবে কখন যাহা দেখা নাহি যায়॥

তিনের মিলন একে কি আশ্চর্য্য হায়।
তিন ভাগো বাস্তবিক দেবদেশ প্রায়॥
নিজ দোষে তবু বঙ্গ সর্ব্ব গুণ হীন।
চিরকাল অপরের শাসন অধীন॥
স্বাধীনতা কিবা ধন কিবা তার ফল।
হয় কি না হয় তাতে দেশের মঙ্গল॥
নাহি জানে বাঙ্গালিরা কভু সে বিষয়।
তেঁই সদা সর্ব্ব বঙ্গ প্রভুর আশ্রয়॥
জন্ম ভূমে কিবা ফল ফলিল তাহার।
স্বদেশ স্বদেশ কভু হলোনা যাহার॥
দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হয় যেই জন।
[illegible] উচিত তার উচিত মরণ॥
সুখের স্বদেশ যদি হলো দুখ ধাম।
কোথা গেলে তাহা হলে হইবে আরাম॥
যদি সুখ চায় ভিন্ন নাহি অন্য দেশ।
অশেষ দুঃখের যথা হবে পরিশেষ॥
জীবনের বোঝা বহি শ্রান্ত আজীবন।
চরমে অক্ষম হায় করিতে ভজন॥
সেছার জীবনে তবে কিবা প্রয়োজন।
বৃথাই জীবন তার বৃথাই জীবন॥
পরের অধীন হায় জন্ম ভূমি যার।
পুত্র হই জন্মে বল কিবা সুখ তার॥
হইয়া জননী যদি পর করাধীন।
থাকেন বিষণ্ন সদা বদন মলিন॥
সর্ব্বক্ষণ জ্বলে তাঁতে দুঃখের অনল।
তাহলে হয় কি কভু পুত্রের মঙ্গল?॥

জননীর সুখে সদা তনয়ের সুখ।
জননী পড়িলে দুখে পুত্র সহে দুখ॥
প্রভেদ নাহিক কোন, জননী তনয়ে।
মৃণাল সরোজ বন্ধ যেমন উভয়ে॥
স্বাধীনতা নীরে কিন্তু ভাসে মাতা যার।
আনন্দ সাগর তার বস্তুতঃ অপার॥
নিজাধীন বিশেষতঃ জীবন যাহার।
মানব জীবন বটে সার্থক তাহার॥
সেবা তরে নাহি তার কিঙ্করের মত।
সদানন্দ স্রোতে তার কাল হয় গত।
বহিবারে নাহি কোন ভাবনার ভার।
মাহাসুখে করে সেই আহার বিহার॥
ভূলোকে ভুঞ্জয়ে সেই দ্যুলোকের সুখ।
সদাসুখী মাতা তার হেরি পুত্র মুখ॥
ধরা ধন্য অগ্রগণ্য সেই মহাজন।
অপার সুখের বটে তাহার জীবন॥
কিন্তু হায়! কোথায় সে স্বাধীনতাসন।
কোথায় বা হতভাগ্য বঙ্গবাসি গণ॥
হবে কি তাহার কভু বঙ্গে আগমন।
মজিবে ভেকে কি কভু নলিনীর মন!!
অমৃত পাইয়া মৃত থাকে বঙ্গদেশ।
মহাদৃত বিষ্ঠামৃত (১) ঘটে মহাদ্বেষ॥
সম্মুখে সুখের বন প্রবেশিতে নারে।
আহার থাকিতে ঘরে মরে অনাহারে॥

---

(১) বিষ্ঠা এবং অমৃত অর্থাৎ বিষ।

কিকব দেশের রীতি সব বিপরীত।
বুঝি বারে অনভিজ্ঞ নিজ হিতাহিত ॥
নয়ন থাকিতে সবে থাকে চির অন্ধ।
শত্রুর সহিত সদা মিত্রের সম্বন্ধ ॥
ধর্ম্মলয়ে মাহা গোল পাগলের ন্যায়।
বিতণ্ডায় ব্যস্ত সদা ত্যজি নিজ ন্যায় ॥
দ্বন্দ্ব করে অন্ধ পরে বিচার বিহীন।
পাসরয় শেষে সেই বিকার বিহীন ॥
কেহবা ধরয়ে মনে খ্রীষ্টানের মত।
কাকের সমাজ প্রিয় কোকিলের মত ॥
ত্যজি স্বীয় প্রিয়ভার্য্যা ভ্রাতা বন্ধুগণ।
মাতার স্নেহের ক্রোড় পিতার ভবন ॥
ভজিবারে সত্যধর্ম্ম মহা আকিঞ্চন।
অসংখ্য পাপের পর যাতে হইবে মোচন ॥
প্রভেদ নাহিক তায় যুবা কিবা শিশু।
ত্যজে সবে রামকৃষ্ণ ভজে খ্রীষ্টযিশু ॥
হিন্দু ধর্ম্ম বড় আর দেখা নাহি যায়।
বর্ম্ম হীন ধর্ম্ম এবে কর্ম্ম হীন প্রায় ॥
পুজিবারে ব্রহ্মে কেহ যায় ব্রহ্মালয়।
শোভাকর সুআলোকে সদা জ্যোতির্ম্ময় ॥
পরিপাটি সভা বাটী অতি মনোহর।
সুশোভিত বিশেষত উপাসনা ঘর ॥
চারিদিকে চারুবিভা কিবা শোভাতার।
মনে হেন লয় যেন স্বর্গ [illegible] ॥
কিকব সভার ক[illegible]পূর্ব্ব বিষয়।
রূপেতার কিবা করে সর্ব্ব গুণময় ॥

পুজিবারে তথাসবে সংমিলিত হয়।
সপ্তাহের বুধবারে সন্ধ্যার সময়॥
শত শত শাখী পুন হইয়াছে কত।
প্রকাণ্ড পাদপ যথা শাখানিজ যত॥
বিস্তারয় চারিদিকে পান্থে রক্ষিবারে।
নিদয় তপন তাপে দগ্ধ একেবারে॥
এই রূপে ধর্ম্ম রবি ব্রাহ্ম ধর্ম্মাম্বরে।
বসি সবে বিতরেন শুদ্ধ নিজ করে॥
এই রূপে চিন্তি সবে চিন্তামণি পদ।
এড়ায় ঐহিক চিন্তা পারত্রিকাপদ॥
কিছার ভবের চিন্তা এদের নিকট।
সদয় হৃদয় সদা শমন বিকট॥
ইহা ছাড়া হিন্দুদের আছে এক দল।
নিরাস্ত্র পরাস্ত সদা ক্ষীণ হীন বল॥
এসভার সভ্য প্রায় যত বৃদ্ধ গণ।
বিভব ত্যজিয়া এবে পরত্রে মগন॥
এইরূপ বঙ্গদেশে আছে কত দল।
হীন বল ক্ষীণ বল অথবা প্রবল॥
যে যাহাতে অনুরক্ত সেই তার ভক্ত।
ফলতঃ অশেষ ভাগে সমাজ বিভক্ত॥
ইহাতে কেমনে হবে দেশের মঙ্গল।
চিরকাল এক ভাবে থাকিবে জঙ্গল॥
ধর্ম্ম গোল ত্যজি এবে, চলহে লেখনি!
বিদ্যাস্থলে চল যাহা এখন দেখনি
স্বয়ঙ বেদের মাতা বারিজ আসনে॥
নিজবীণা লয়ে করে সুকৃষ্ণ বসনে॥

থাকিতেন বিদ্যা গৃহে পূর্ব্বে সর্ব্বক্ষণ।
বিরাজিতে, সহনিজ পুত্র কন্যা গণ॥
জীর্ণ শীর্ণ পর্ণ গৃহ (পূর্ব্বকার রীতি)।
তথাচ মাতার তথ হতো পূর্ণ প্রীতি॥
শ্রুতি, স্মৃতি, ব্যাকরণ, ন্যায়, অলঙ্কার।
সাহিত্য সুকাব্য আদি বিদ্যা যত আর॥
বিরাজিত সদা সেই টোলের ভিতর।
শিক্ষা দানে শিক্ষা গুরু তায় অকাতর॥
সামান্য লেখনী মম বর্ণিতে কাতর।
কিশোভা ধরিতে সেই শোভাহীন ঘর॥
পরিপাটি চতুস্পাঠী মাটীর গঠন।
রক্ষা হেতু চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টন॥
ইষ্টক নির্ম্মিত নহে প্রকাণ্ড প্রাসাদ।
শোভিতে না ছিল কোন সুশোভিত ছাদ॥
অথবা সুদৃশ্য কোন টেবিল চেয়ার।
বেঞ্চ টুল পাখা আদি সজ্জা যত আর॥
মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ সামান্য প্রকার।
অল্প মূল্য যৎসামান্য সকলি তাহার॥
শশী হই শোভা শশী তথাচ তথায়
বিরাজিত নিরবধি; বিরাজি যথায়,
শশিমুখে মসি রেখা দেখা এবে যায়॥
বিদ্যাবান জ্ঞানবান যত শিষ্যগণ।
বিনীত প্রকৃতি সবে ধর্ম্ম পরায়ণ॥
কেবা গুরু কেবা পিতা নাহি ভিন্ন ভাব।
সরল সদয় সদা সুশীল স্বভাব॥
কিন্তু হায়! বিদ্যালয় দেখ আপাতত।
হইতেছে প্রতিষ্ঠিত কত শত শত॥

বিদ্যালয় নাই হেন দেশ আর নাই।
যথা যাই কত শত দেখিবারে পাই ॥
কিবা ছেলে কিবা মেয়ে সবে পাঠ করে।
দণ্ডমাত্র কাল কেহ বৃথা নাহি হরে ॥
সহরেত বিশেষতঃ কত পাঠশালা।
ইংরাজী বা সংস্কৃত অথবা বাঙ্গালা ॥
এলে বিএ এমে পাস করিছে সকলে।
সর্কালি করিছে এবে কলে বা কৌশলে ॥
অপরূপ বিদ্যাগৃহ বর্ণন অতীত।
দ্বারবানে হেরি মনে সূর্যাসুত ভীত ॥
কিবা বেঞ্চ কিবা টুল টেবিল চেয়ার।
কিবা বাটী পরিপাটি কিবা ঘরদ্বার ॥
আয়োজন নাহি ত্রুটি নাহি অসদ্ভাব।
সুরম্য আরামে যথা বৃক্ষের প্রভাব ॥
হইছে কুসুম কত সুগন্ধ সুরূপ।
স্বর্গপুষ্প যার সনে তুলনে কুরূপ ॥
কিন্তু হায়! কি বর্ণিব হৃদি বিদরয়।
কহিতে কাহিনী সেই কুসুম বিষয় ॥
না পড়ি এহেন পুষ্প শিব শ্রীচরণে।
হার হইতেছে হায়! বেশ্যার কারণে ॥
একি কভু প্রাণে সয়, শিব যোগ্য পুষ্পচয়,
হয় এবে বেশ্যার ভূষণ।
ইন্দীবর তারা গণে, ভ্রময়ে পেচক সনে,
ভেকে হরে নলিনীর মন ॥
শুনা আছে রঘুপতি, ভরে নাকি সীতাসতী,
দিইয়াছিলেন লঙ্কাপুরে।

আদৃত অমৃত ফল, অন্য দেশে সুবিরল
হনুমান করে করপুরে ॥
রক্ষিতে জাতিরধর্ম্ম, নাহি মানি ধর্ম্মাধর্ম্ম,
লোভের অর্চ্চনা করিবারে।
ক্ষুধাতুর হনুমান, লয় সেই সুধাদান,
আপনিসে পথের মাঝারে ॥
রঘুপতি উপহার, হলো শেষে পশ্বাহার,
তাওসয়ে ছিলেক হৃদয়।
বিদ্যাধন কিন্তু হায়, অবিদ্যা পোষণে যা
কিসে প্রাণ সহ্য করি রয়? ॥
হায়! এই আপাততঃ বঙ্গের পদ্ধতি।
অলি প্রতি কুসুমের নাহি আর মতি ॥
সম্বরিতে পারে কেবা নয়নের ধারা।
নয়নে নিরখি নিজ, বঙ্গদেশ ধারা ॥
যে কারণ সর্ব্ব দেশে সুখের কারণ।
সর্ব্বে বলে সর্ব্বকালে অমূল্য রতন ॥
সর্ব্ব নিধি বিধি যাহা সর্ব্ব লোকে কয়।
বঙ্গে কিনা হলো তাহা সর্ব্ব দুঃখালয় ॥
যে বিদ্যা হরিল ব্রিটে-নের মহা ক্লেশ।
করিল তাহাকে ধরাধাম শ্রেষ্ঠ দেশ ॥
যাহার প্রভাবে এবে উ (১) রোপ প্রধান।
যার গুণে এমেরিকা হলো গুণবান ॥
সেই বিদ্যা বাঙ্গালির হইল বালাই।
এ দুঃখের স্থান বল কোথা গেলে পাই ॥

---

(১) পদ্যের জন্য ইউর স্থানে উ ব্যবহৃত হইল.

ইহাতে কেমনে হবে দেশের মঙ্গল।
চিরকাল এক ভাবে থাকিবে জঙ্গল॥
নিশাকর হয় যদি নিশা ক্লেশাকর।
কেবা আছে নিশা কাছে হয় ক্লেশহর॥
থাকুক অসংখ্য তারা তারা কি করিবে।
চন্দ্র বিনা অন্ধকার কে আর হরিবে॥
বিদ্যাতে প্রকাশে বঙ্গে জ্ঞান প্রভাকর।
বিদ্যাই হইল পুন দুঃখ তমাকর॥
সামান্য দুঃখের নহে এহেন বিষয়।
যাহাতে হইল জন্ম তাহাতেই ক্ষয়॥
ক্ষুধাহর সুধা হলো বিষের সমান।
সুধাকর হরিলেন চকোরী পরাণ॥
জীবনে চাতক আহা! হারাল জীবন।
যাহাতে জীবন আহা তাতেই মরণ॥
নাশিল বঙ্গের, বিদ্যা অজ্ঞান তিমির।
বিদ্যা গুণে বহিলেক সভ্যতা সমীর॥
যাকে সেবে বঙ্গ এবে সুদেশ সমান।
হলো তার ক্রমে ক্রমে হিতাহিত জ্ঞান॥
হইল বাঙ্গালিগণ মানুষের মত।
দুরেগেল তাহাদের অজ্ঞানতা যত॥
সেই বিদ্যা হলো কিনা সর্ব্ব দোষাকর।
রাজার প্রাসাদ হায় চণ্ডালের ঘর!॥
বিদ্যাভাব ছিল ভাল, অল্প বিদ্যা হলো কাল,
বাঙ্গালির পক্ষে আপাততঃ।
অবিদ্বান আছে যারা, ধার্ম্মিক বরঞ্চ তারা,
বিদ্বানই সর্ব্ব পাপে রত॥

শিখি কিছু ইঙরাজী, ইংরাজের সাজে সাজি,
করিতেছে সকলি এখন।
ছিল যত পাপাচার, রহিল না বাকি আর,
কি আর করিব বরণন॥
করি সবে সুরাপান, কৃতান্তে অর্পিছে প্রাণ,
হারাইয়া কুলশীল মান।
নাহি চিন্তা পরিবার, অসার সংসার ছার,
সার সুধু শীধু সুধা পান॥
কেবা ভগ্নি কেবা ভ্রাতা, কেবা পিতা কেবা মাতা
কেবা ভার্য্যা, নাহি কোন জ্ঞান।
"যাক সব রসাতল, কি হবে আমার বল,
কে বধিবে আমার পরাণ?॥
কেবা লর্ড কেবা আমি, ত্রিজগত আমি স্বামী,
আমার উপর আছে কেবা।
যদি কভু মনে করি, দিবা করি বিভাবরী,
রাজলক্ষ্মী করে মোর সেবা,,॥
সুরাপানে হই মত্ত, স্বর্গ ভাবি এই মর্ত্ত্য,
পথে কেহ দেয় গড়াগড়ি।
কেহবা মাথে পাকড়ি, হাতে লম্বা ষ্টিকছড়ি,
করিয়া করয়ে দোড়দড়ি॥
নানা সাজে করি সাজ, কেহবা করে বিরাজ
সুবর্ণ গাঞ্জীর বারাণ্ডায়।
ট্যাঁক পোরা নোট টাকা, অঙ্গ রাখে অঙ্গ ঢাকা,
যুড়ি গাড়ি খাড়া দরজায়॥
বোল বলে তবলায়, গায় যত অবলায়,
বাবু দল দিতে রত "বেস,,।

নাচিয়া যায় যে কেহ, নানা ভাবে নাড়ি দেহ,
বেনীতে বিন্যাসি নিজ কেশ ॥
কত বাবু কত মত, হইয়াছে আপাতত,
কে করিবে গণনা তাহার ? ।
কত মত দুরাচার, হইয়াছে পরচার,
বিচার করয়ে সাধ্যকার ? ॥
ক্ষমতা নাহিক লেখি, যখন যেসব দেখি,
প্রসব করেন বঙ্গ মাতা।
দেখে নেত্র ঝরে নেত্র, পিঠে যেন পড়ে বেত্র,
বজ্রা হত হয় যেন মাতা ॥
আহা! মাতঃ বঙ্গ ভূমি, এসব সহিছ তুমি,
তোমার দুঃখের নাহি শেষ।
জানিলেনা সুখ কিবা, কিহেন তাহার বিভা,
কতিপয় দোষে অবশেষ ॥
তোমা তরে যবে বিধি, সৃজে ছিল সুখনিধি,
সঙ্গে বুঝি সৃজেছিল দুখ।
নৈলে তব সুখশশী, মুখে কেন দুখ মসি,
বসি ঢাকে শশধর মুখ ॥
নহিলে কেমনে বল, প্রকাশিয়া বাহু বল,
রাহু আসি গ্রাসে মৃগধরে।
কেমনে শশাঙ্ক পরে, নীরদ আসিয়া করে,
জয়লাভ নির্ভয় অন্তরে ॥
অবনত দুখ ভার, মস্তকেতে মা তোমার,
কেমনে হেরিব আর, হেরিতে না পারি মা,
হেরিতে না পারি ॥

বিধাতা বিমুখ মাতঃ; আমার নাহিক হাত,
জান তুমি সব তাত, উদ্ধারিতে নারি মা,
উদ্ধারিতে নারি ॥
বিধাতার হাত যাহা, খণ্ডাইতে পারে তাহা,
নাহি জন হেন আহা, পরাক্রম ধারি মা,
পরাক্রম ধারি।
কেবা আছে হেন জন, বিধি সনে করি রণ,
করে সবে বিতরণ, সুখ রূপ বারি মা,
সুখ রূপ বারি ॥
বিধি প্রতি বৃথা রোষ, বিধির নাহিক দোষ,
পুত্রের সকল দোষ, পুত্রের তোমারি মা,
পুত্রের তোমারি।
স্মর মাত এক বার লঙ্কা পুরি ছার ক্ষার,
কৈল দোষে আপনার, যথা রাঘবারি মা,
যথা রাঘবারি ॥
শাসনি দুষ্টের দল, ভুগিছ তাহার ফল,
এবে তারা সুপ্রবল, যত অত্যাচারী মা,
যত অত্যাচারী।
পূর্ব্বে দিয়াছিলে নাই, এখন ভুগিছ তাই,
এখন তেমন নাই, এবে হত্যাকারী মা,
এবে হত্যাকারী ॥
বসন্তের নাহি লেশ, সুখ ঋতু এবে শেষ,
বরষা ঘেরেছে দেশ, রাজ্য বরষারি মা,
রাজ্য বরষারি।
নাহিক ভানুর তাত, নাহি আর দিন রাত,

আনিবার বারি পাত, বারি অনিবারি মা,
বারি অনিবারি ॥
হইতে মা কুঞ্জ বন, হইলে পশুর বন,
সর্ব্বক্ষণ পশু গণ, করে মারা মারি মা,
করে মারা মারি।
দোষ হীন জীব গণে, বধে সদা অকারণে,
দয়া ভয় নাহি মনে, একি দায় ভারি মা,
একি দায় ভারি ॥
যাহক তাহক মাতঃ; আছেন জগত তাত,
শীঘ্র হবে সুপ্রভাত, ভাবনা কি তারি মা,
ভাবনা কি তারি ॥
কত কাল দুরাচার, বঙ্গে রঙ্গ কর্‌বে আর
আশু হবে নাশ তার, কহিছে বিহারী মা
কহিছে বিহারী।
তাই বলি সবে নহে হেন দুষ্ট মতি।
ভাল মন্দ আছে সর্ব্বে সুমতি কুমতি ॥
অধম আছয়ে যথা আছয়ে উত্তম।
চরম আছয়ে যার আছয়ে প্রথম ॥
উরঙ্গের শিরে মিলে রতন বিরল।
তথাচ উরঙ্গ সেই উগারে গরল ॥
ধরাতলে নাহি কিছু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর।
প্রমাণ তাহার দেখ বিভাবরি কর ॥
সকল গুণের ঠাঁই মর্ত্ত্যে যদি হবে।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তাহা হলে প্রভেদ কি রবে ;
সর্ব্ব গুণ ধাম এক সেই গুণাকর।
গুণে যাঁর প্রভাকরে দিনে প্রভাকর ॥

দশ দিক হয় যাঁর সুদশ নয়ন।
অখিল সংসার যাঁর হয় প্রণয়ন॥
কণামাত্র গুণ যাঁর নরে দেখা যায়।
সর্ব্ব গুণ প্রচারিত নিখিল ধরায়॥
সত্য বটে আছে বঙ্গে লোক কতিপয়।
নিতান্ত দুর্দ্দান্ত ক্রূর পাপি অতিশয়॥
স্বদেশে বিদ্বেষ অতি, শক্র ভাব ময়।
মন্দে আছে সর্ব্বক্ষণ ভাল কর্ম্মে নয়॥
তথাচ বাঙ্গালা দেশ দেশের সমান।
তথাচ বাঙ্গালা দেশ ভারত প্রধান॥
ক্ষুদ্র কীটে হরে কোথা কুসুমের যশ?॥
কণ্টকেতে মধু কোথা হয় তামরস?॥
কলঙ্কে হরেছে কোথা চাঁদের গৌরব?
বন্য পশু হরে কোথা বনের সৌরভ?॥
মল মূত্রে হরে কোথা গঙ্গার সম্মান?।
ভুজঙ্গে হরেছে কোথা গঙ্গাধর মান?॥
কি করিল জানকীর, বল, দশানন?।
কি করিল অহল্যার সহস্র লোচন?॥
সেই রূপ বঙ্গ দেশ আছয়ে প্রধান!
থাকুক তাহাতে যত বিদ্বেষী পরাণ॥
দোষ থাকিতেও বঙ্গ ভারত গৌরব।
যশঃ, মান, গুণে বল অথবা বিভব॥
কিন্তু হায়! তাইবলি যেন ভ্রাতৃ গণ।
আলস্য না করো দোষ করিতে শোধন॥
যতক্ষণ দেশে ইহা করিবে বসতি।
ততক্ষণ নাহি হবে প্রকৃত উন্নতি॥

বিশেষতঃ ভেবে দেখ প্রকৃতি ইহার।
জনম কিরূপ আর বৃদ্ধি কি প্রকার॥
অন্তরে প্রবেশে ইহা লোম কূপ দিয়া।
বাহিরয় অবশেষে হৃদি বিদরিয়া॥
একাকী হইয়া ইহা উকুণের মত।
প্রবেশ করয়ে কেশ মাঝে প্রথমত॥
সহস্র সহস্র হয়ে পড়ে অবশেষ।
নানা ক্লেশ দেয় শিরে বিনা ক্লেশ লেশ॥
তাইবলি ভ্রাতৃগণ করহ আয়াস।
দোষের বদলে গুণ করিতে প্রকাশ॥
তোমাদের সবি দোষ? তাত কভু নয়।
দোষের পারশ্বে আছে গুণের আলয়॥
তাইবলি, দূরিবারে পার্শ্ব স্থিত দোষ।
করহ কৃপাণ করে, অন্তরে সরোষ॥
শুনিলেত দোষ পাপ কি কি তোমাদের।
শুনহ এখন তবে কাহিনী গুণের॥
বস্তুতঃ বাঙ্গালি গণ বুদ্ধির তনয়।
প্রস্তুত সর্ব্বদা তাতে বল যে বিষয়॥
মাতৃভাষা উর্মিভাষা যেভাষা সে হয়।
এক দিনে শিখে তারা ক্লেশ যদি লয়॥
কোথা হৈতে এল দেখ শ্বেতাঙ্গের দল।
দুর্ব্বল শরীর হৈতে হইল প্রবল॥
প্রকাশিল রাহু মত স্ব, স্ব, বাহু বল।
গ্রাসিল সকল শেষে সকল সকল॥
আনিল কৌশলে কত মত কত কল।
শিখিল বাঙ্গালি গণ দুদিনে সকল॥

প্রকৃতি পুরুষ কিবা শ্বপচ কি বটু।
ইংরাজি ভাষায় দেখি, সবে এবে পটু॥
বালিকা কারণ আহা কত বিদ্যালয়।
হইতেছে এবে তার গণনা কি হয়?॥
নাবাজিতে নটা বেলা, গৃহস্তের দ্বারে।
উপস্থিত যুড়ি গাড়ি, ছাত্রী লইবারে॥
প্রাতে সবে এই রূপে পড়ি বারে যায়।
বিকালে সকলে বাড়ি আসে পুনরায়॥
সাহেব বা বিবি কত থাকে বিদ্যালয়।
অনায়াসে যায় তথা, নাহি হয় ভয়॥
যাইবারে হলে কিন্তু শ্বশুর আলয়।
ঘটয়ে বিপদ মহা, কিহয় কিহয়॥
পিতা কাঁদে, মাতা কাঁদে, কাঁদে সর্ব্বজন।
দূর থেকে বোধ হয়, মৃত কোন জন॥
কন্যাত কাঁদিয়া হয় উন্মাদিনী প্রায়।
কোন মতে ভর্ত্তালয় যাইতে না চায়॥
বিদ্যালয় আসিবারে নাহি হয় ম্লান।
বিদ্যার মাহাত্ম্য হায় দেখ পরমাণ!॥
শুভ্রবাসে হাসে সবে আসে বিদ্যালয়।
স্থির মনে গুরু সনে পাঠ কথা কয়॥
অন্তরে বাহিরে কিছু নাহি করি ডর।
সুখে দান করে সব প্রশ্নের উত্তর॥
প্রফুল্ল বদন সদা নাহি ক্লেশ লেশ।
বিবিদের বেশ কারো বিন্যাসিতকেশ॥
আহা! কি সুখের বল এহেন বিষয়।
নারীর দুখের নিশি শেষ বুঝি হয়॥

পরিল রমণী বুঝি রূপের গলায়।
অমূল্য রতন ময় গুণের মালায়॥
হেলেন বিধি বুঝি হিন্দু বামা কুলে।
দেখায়ে দিলেন বুঝি বিদ্যা রূপ কূলে॥
উত্তরিবে এবে তারা উত্তর উত্তর।
সুখের সুখের উপ-বন রম্যতর॥
প্রকাশিবে এবে বামা শুভ্র চিদাকাশে।
ধর্ম্ম রূপ দিবাকর বোধের বিকাশে॥
প্রভা দিবে প্রভা প্রভু (১) অধর্ম্ম আঁধারে।
সাধ পথ দেখাইয়া দিবেক বামারে॥
থাকিবেনা বঙ্গ নারী দাসী হই আর।
লইবেনা স্কন্ধে আর পাচিকার ভার॥
ভিতি বেনা বক্ষ আর চক্ষের ধারায়।
রহিবেনা রুদ্ধ আর অন্তর কারায়॥
সহিবেনা কভু আর মরমের জ্বালা।
দহিবেনা দুখ আর হিন্দু কুলবালা॥
একহে কেবল; আর হইয়াছে কত।
সুখবনে রমণীর যাইবার পথ॥
বালিকা বয়সে জদি কভু কোন বালা।
সহয়ে দুঃসহ সদা বিধবার জ্বালা॥
না জানিতে সুখ কিবা, কিবা স্বামীধন।
পরিণয়, পরণয়, কেমন রতন॥
নাহিকরি পতিসনে কভু আলাপন।
সুখের নিশিতে এক শয্যায় শয়ন॥

---

(১) সূর্য্য।

হৃদয় ভাণ্ডারে ধন নাহতে সঞ্চিত।
হয় সে কখন যদি সেধনে বঞ্চিত॥
উপায় কিতার! হইয়া কি নিরুপায়।
করিবে সে ধনি পড়ি দুখে হায় হায়?॥
অক ব্রহ্ম বিরহের দুঃসহ যন্ত্রণা।
সহিবে নিরীহ বালা? নাহিকি মন্ত্রণা॥
দুখের তাহার আর? নাহি আর গতি?।
অগতি হইয়া সতি সহিবে দুর্গতি?॥
কখন না কখন না; আছয়ে উপায়।
করিতে হবেনা তার বৃথা হায় হায়॥
যেসব সুরীতি এবে হইছে প্রচার।
নারীর সহিতে দুখ হইবেনা আর॥
বিধবা বিবাহ রীতি কিসুন্দর হায়!
প্রচার হইছে এবে সর্ব্ব দেশে প্রায়॥
রক্ষিতে নারীর কুলে,-নরের ধরম।
কলে বা কৌশলে হয়, ধনে পরিশ্রম॥
বিদ্যার বিহিত এযে ধনের উচিত।
জনমের সার কর্ম্ম, কহিছি নিশ্চিত॥
বিপক্ষের পক্ষ বহু, সত্য তাহা বটে।
অধর্ম্মে ধর্ম্মের কিন্তু ক্ষতি কভু ঘটে॥
যখন ধরম রাজ করেন প্রবেশ।
কারসাধ্য রোধে তাঁরে করি রণ বেশ?॥
তমোহর রবি কেন দেখনা প্রতাপ।
কাহার ক্ষমতা তাঁর আবরয় তাপ॥
যখন প্রভাত কালে উদি পূর্ব্ব পানে।
প্রকাশিত ধরা তলে হন নিজ মানে॥

কারো সাধ্য নাহি হয় হয় তাঁর অরি।
রোধয়ে প্রতাপ তাঁর বিপক্ষতা করি॥
সেইরূপ পরাজয় ধর্ম্মের না হয়।
সর্ব্ব কালে সর্ব্বে বলে জয় ধর্ম্ম জয়॥
অবশ্য বঙ্গের এতে সুখের সময়।
সংশয় নাহিক তায় নাহিক সংশয়॥
তবে যে সহিছে বলি বেদনার ভার
সে কেবল দেখি কতিপয় দুরাচার॥
সকলে কখন নহে তেমতি কুমতি।
অনেকে আছয়ে পরিশুদ্ধ সাধুমতি॥
জনম ভুমির হিতে অবিরত রত।
সাধারণ হিত চিন্তা অন্তরে সতত॥
—কেমনে কুরীতি বৃক্ষ হইবে সংহার।
কেমনে দেশের নিজ হবে উপকার॥
কেমনে ধরিবে নারি মানবীর নাম।
কেমনে হেরিবে নর সত্য সুখ ধাম॥
কেমনে পরিবে দেশ উন্নতির বেশ।
কেমনে করিবে যত দুখ পরিশেষ॥
কেমনে হরিবে কাল ধর্ম্মের প্রদেশে।
কেমনে শরিবে সেই ব্রহ্ম পরমেশে॥
কেমনে হইবে শেষ পিশাচি সুরার।
কেমনে মনুজ জন্ম হইবেক সার॥—
কেহবা দিতেছে সত্য ধর্ম্ম উপদেশ।
ভ্রমিতেছে দেশ দেশ সহিতেছে ক্লেশ॥
কেহবা করিছে সর্ব্বে বিদ্যা নিধি দান।
প্রচারিছে দশ দিকে নিজ যশ মান॥

ক্ষুধাতুরে অন্ন দান করিতেছে কেহ।
গেহ হীনে করিতেছে কেহ দান গেহ॥
বিপন্নের করিতেছে বিপদ উদ্ধার।
গুণের করিছে কেহ যোগ্য পুরস্কার॥
প্রতিষ্ঠিত করি কেহ সুরা দ্বেষী সভা।
প্রচারিছে দেশে দেশে উন্নতির প্রভা॥
প্রকাশ করিছে নিজ নিজ বাহু বল।
জিনিছে অকাল রণে রবিসুত বল॥
করিতেছে দূর কত তনয়ের দুখ।
উজ্জ্বল করিছে কত জনকের মুখ॥
খুলিছে মাতার কত নয়ন যুগল।
লইছে বদন হৈতে ভার্য্যার অঞ্চল॥
রক্ষিতেছে কত শত ভদ্র পরিবার।
মৃত দেহে করিতেছে জীবন সঞ্চার॥
নানা জনে নানা মনে আছে এই মত।
করিবারে স্বদেশের হিত অবিরত॥
তাই বলি বাঙ্গালার সুখের সময়।
এসব বিষয়ে, তার নাহিক সংশয়॥
বঙ্গবাসি সাধুজনে শত সাধুবাদ।
ধন্য জনে কেমনে না দিব ধন্যবাদ॥
স্বাধীনতা হীনতায় থাকি এত দিন।
দাসত্বের গুণে সদা হইয়া মলিন॥
হইয়াছে তাহারা যে হেন সাধুমতি।
চমৎকার, চমৎকার, চমৎকার অতি॥
ধন্য ধন্য সাধুজন, অগ্রগণ্য মহাজন,
সর্ব্বজন ভজন ভাজন।

তোমরা নহত নর, নর মাত্র নাম ধর,
বাস্তবিক স্বর্গবাসি জন ॥
রক্ষিবারে নরলোক, ত্যজিয়াছে সুরলোক,
ধরিয়াছে ভুলোকে জীবন।
পবিত্র করিতে ধরা, তোমাদের জন্ম ধরা,
ধন্য ধন্য মনুজ রতন ॥
তোমরা বুঝেছ ঠিক, সংসারের সব দিক,
সময়ের সুকুটিল গতি।
চিনেছ ধরম রাজে, কিনেছ তাঁহায় কাজে,
জিনেছ সমরে দুরমতি ॥
অর্জ্জিবারে পুণ্য ধন, রত তোমাদের মন,
অবিরত নানানি বাধায়।
স্থলাস্থল কালা কাল, নাহি কোন গোলমাল,
সর্ব্বকালে পুণ্য পথে ধায় ॥
নতুবা কেমনে বল, বঙ্গে এবে স্ব, স্ব, বল,
প্রকাশিলে হইয়া প্রবল? ।
কিসে শুভ সমীরণ, প্রচারিলে জিনি রণ,
সহিত অহিত কারীদল? ॥
দেখি সুদ্ধ তোমাগণে, আশা দেবী ক্ষণে ক্ষণে,
আসি কন প্রবোধ বচন।
"কেন বাছা কাঁদিতেছ, নেত্র নীরে ভাসিতেছ,
এত দুঃখ কিসের কারণ?" ॥
"কাঁদিছ বঙ্গের তরে,? না-না বাছা অকাতরে,
নিবারণ করহ রোদন।
"শুনহ আমার বাণী, আমি বাছা সব জানি,
তোমাদের দুঃখ বিবরণ ॥"

"সত্য বটে এবে বঙ্গ, হয়েছে অনেক ভঙ্গ,
হতে গিয়া রত্ন বঙ্গদেশ।
কিন্তু ভাবি দেখ মনে, কতিপয় ভ্রাতৃ ধনে,
লভেছ কি রতন বিশেষ॥"
"শুদ্ধ তাঁহাদের বলে, আশু বঙ্গ রবি তলে,
প্রকাশিবে হরি জ্যোতির্ম্ময়।
আশু শেষ হবে ক্লেশ, আশু পাবে ধর্ম্মাবেশ,
আশু বঙ্গ হবে সুখালয়॥"
তাই বলি তোমা সবে, ভবধব এই ভবে,
প্রেরেছেন সর্ব্ব শিব তরে।
তোমরাও সাধ্য মত, সাধিতে সে অভিমত,
অবিরত রত অকাতরে॥
তোমাদের সম, ভাই, কৃপাবান আর নাই,
রবি কিম্বা বল শশধর।
দিবা কিবা নিশা করে, কালের বিচার করে,
তোমরা কভু তা নাহি কর॥
বঙ্গবাসি ভ্রাতৃগণ, অবশেষে নিবেদন,
অধীনের করুন শ্রবণ।
ঘটিয়াছে যদি ভ্রম, ক্ষমিবে সে দোষ মম,
ক্ষমা গুণ গুণীর ভূষণ॥
মহাবল রিপুক্রোধ, মহাবলে করি রোধ,
ক্ষমা গুণে করিয়া ধারণ।
করিলে সকল কর্ম্ম, জয় হইবেক ধর্ম্ম,
অধর্ম্মের হইবে বারণ॥
বৃহৎ বিটপী পরে, কত দ্বিজ বাস করে,
কাকে বৃক্ষ না বলে বচন।

তাই বলি শুন শুন, মহতের এই গুণ,
লঘুদোষ করিবে মার্জ্জন ॥
অবশ্য হইবে ভ্রম, সংশয় নাহিক মম,
নরমাত্রে ভ্রমের কিঙ্কর।
নর কোন্ ছার জন, ভ্রমবশ মুনিগণ,
স্বর্গবাসি দেবতা কিন্নর ॥
তাই বলি ভুলি দোষ, পরাজয় করি রোষ,
ধর যদি মম উপদেশ।
আমিত কৃতার্থ হব, আর পরিশ্রম সব,
চরিতার্থ হইবে উদ্দেশ ॥
হেন কিবা ভাগ্যবল, আছয়ে আমার, বল,
শুনিবে যে ভাই মম বাণী।
তবে যদি নিজ গুণে, অভিমানে নাহি শুনে,
শুন মোরে, ধন্য মোরে মানি ॥
সাধিতে দেশের হিত, রত যাতে হয় চিত,
উচিত তা করা সর্ব্বক্ষণ।
করিতে মাতার গতি, সুতের উচিত অতি,
কহিলাম সার এ বচন ॥
বিশ্বাস না কর কালে, কিজানি কখন কালে,
কাল পেয়ে আসি শিরে বসে।
তাই বলি যদি আজ, হয় তবে নাহি কাজ,
কাল কিম্বা পরশ্বঃ দিবসে ॥
কালের কুটিল গতি, কপট বিচিত্র অতি,
কেহ কভু বুঝিতে না পারে।
তাই দেখি শঠ কালে, সকলে আপন জালে,
ফেলে; কেহ এড়া বারে নারে ॥

সময় সংসার সনে, সড় সাধি সংগোপনে,
স্বভাবে কায় সর্ব্বজন।
এচাতুরী বুঝে যেই, পরিত্রাণ পায় সেই,
হইতে একুটিল বন্ধন॥
এচাতুরী বুঝাভার, শঠতা সকল তার,
বাহিরে ভিতরে ভিন্ন ভাব।
বাহিরে বান্ধব হয়, ভিতরে শত্রুতা ময়,
এই হয় শঠের স্বভাব॥
এদিকে বলিছে সবে, " মত্ত হও মর্ত্য ভবে,
ভবধবে বৃথা ভাব কেন ,, ।
ওদিকে শমন সনে, বলে " ওর দূতগণে, ,,
কালের স্বভাব এই হেন॥
সংসার তাহাতে পুন, প্রকাশিয়া নিজ গুণ,
সময়ের সহায়তা সাধে।
ফলতঃ পতঙ্গ মত, বোধ হীন নরমত,
সেই বনে পড়য়ে অবাধে॥
তবে যেই ভাগ্য ধর, সুবোধ সুগুণাকর,
এড়াইতে পারে এচাতুরী।
ভবের ভবনে এই, সুখে বাস করে সেই,
প্রবেশয়ে পরে সুর পুরি॥
তাই বলি ভাইগণ, সাবধান সর্ব্বক্ষণ,
কালে যাতে ঠকাইতে নারে।
তপন তনয় ভয়, দেখ যাতে দূর হয়,
প্রবেশিতে পার সুখাগারে॥
সুখ পুরে প্রবেশিতে, ইচ্ছা যদি হয় চিতে
অগ্রে তার করহ সঞ্চয়।

পথে যেন ঘাট কাছে, আতার যে নাহি আছে,
বলিয়ারোদিতে নাহি হয়॥
তাই বলি ত্বরা করি, বিবেক আদেশ ধরি,
য ও যথা ধর্ম্ম রাজাসন।
মানস আছয়ে যাহা, ব্যক্ত তথা করি তাহা,
বর লও মনের মতন॥
সদয় হৃদয় অতি, সে রাজন মহামতি,
মাগা মাত্র দিবেন সুবর।
তার পর অনায়াসে, পারিবে সুখের পাশে,
পৌছিবারে সকলে সত্বর॥
যাইতে ধর্ম্মের কাছে, যদি মনে সাধ আছে,
পুর্ব্বেতে প্রস্তুত তবে হও।
দয়া আদি শিষ্টাচার, বিনয় নম্রতা আর,
হৃদি পরে অনুক্ষণ লও॥
হও বশী জিতেন্দ্রিয়, সতত সত্যের প্রিয়,
তাহা হলে ঘোষিবেক যশ।
পরহিত পরবশ, রসনায় সুধা রস,
মাখি সবে কর নিজ বশ॥
বিহনে এসব অর্থ, তথা যাওয়া হবে ব্যর্থ,
নিরর্থক পরিশ্রম সার।
তাই বলি এই বেলা, বৃথা খেলা করি হেলা,
ধনার্জ্জন কর অনিবার॥
এই হয় জ্ঞান মম, নম্রতা গুণের সম,
নাহি গুণ আর ধরাতলে।
রণে হলে পরাজয়, নম্রের নাহিক ভয়,
নম্রে কেহ নাহি বধে বলে॥

কোন কালে কোন ঠাঁই, নম্রের বিনাশ নাই,
নম্রতা গুণের গুণ এই।
তাই বলি যেই জন, পাইয়াছে এই ধন,
ধরাতলে ধন্য বটে সেই॥
দেখ ক্ষুদ্র মাংস অংশ, দন্তেতে নাহয় ধ্বংস,
ছিদ্রেতে রক্ষয়ে নিজ প্রাণ।
এহেন নম্রতা গুণ, তাই সবে বলি পুন,
এই গুণ গুণে হয় ত্রাণ॥
অতএব ভ্রাতৃগণ, হও সবে সচেতন,
এই সব গুণে হৃদে ধর।
কত দিন নিদ্রা বশে, রবে আর ঘরে বসে,
উঠি ধৌত কর মুখ কর॥
দেখ দেখ জননীর, কিবা দশা কি শরীর,
চক্ষুনীর বক্ষে অনুক্ষণ।
তোমরা ঘুমের ঘোরে, কার কাছে দুঃখকোরে,
দুঃখ সব করেন বর্ণন॥
শুনে যদি সে কাহিনী, শিলা হয় প্রবাহিনী,
দূরে থাক্ নরের হৃদয়।
কেমনে তনয় চয়, সুষুপ্তি শয্যায় রয়,
মাতাপ্রতি হইয়া নিদয়॥
আহা, দেখ পয়োপতি, করিতে তাঁহার গতি,
দেশে দেশে করিয়া ভ্রমণ।
আনিল ইংলণ্ড হতে, কতিপয় নিজ পথে,
সদয় হৃদয় শুভ্র জন॥
হেরিয়া বঙ্গের মুখ, জলধি পাইল দুখ,
কোন্ মুখে তনয় বিমুখ।

যায়, ক্বায় কর দুখ, কিসে পায় নিদ্রা সুখ,
কিসে করে প্রমোদ কৌতুক॥
মাতা মৃত্যু শয্যাপরে, পুত্র সুখে নিশা হরে,
ক্ষুদ্র হেন দেখি নাই রীতি।
নাজানি কেমনে সুত, মায় হেরি দুখ যুত,
পায় মনে সদানন্দ প্রীতি॥
পাষাণ হইত যদি, বিদীর্ণ হইয়া নদী,
হইত অবশ্য সুত চয়।
নর বলি দুরাচার, হয় হেন অনিবার,
মাতৃ দুঃখ পুত্রে সহ্য হয়॥
তাই বলি এই বেলা ধরমের ধর ভেলা,
হেলা করি কেন ভেসে যাও।
সবেত যাইছ ভেসে, মায়ে পুন মহা ক্লেশে,
ত্যজে এযে অবাধে পলাও॥
সাগর দেখনা কেন, দয়ার সাগর যেন,
কি করিল বঙ্গের কারণ।
কাদের আনিল দেশে, ভয়ানক কায় ক্লেশে,
পবনের সহ জিনি রণ॥
আর, তারা কিবাকরি, বঙ্গ সিংহাসন পরি,
রাজ দণ্ড ধরে এবে করে।
দেখ কিসে সুআসন পরে বসি সুশাসন,
রঘুবর তুল্য এবে করে॥
দেখ যারা মিস নরি, হয় কি ভারত অরি
কিম্বা হয় ভারত বান্ধব।
এই সমুদয় দেখি, মন গ্রন্থে রাখ লেখি
দেখ দেখি শিখ কিনা সব॥

মোর মনে এই ধরে, এসব দেখিলে পরে,
আশু হবে ভাব বিনিময়।
তখন মাতার আর, বহিতে দুঃখের ভার,
হবেনা, হইয়া অশ্রুময়॥
নয়ন খুলিলে পরে, দেখিবে কি ভাব ধরে,
জন্ম ভূমি আছেন বসিয়া।
কত মত দুরাচার, কে করে গণনা তার,
অধিকার লয়েছে আসিয়া॥
সুরাপান ব্যভিচার, রাজা এক রাজ্ঞী আর,
সিংহাসন এবে অধিকারী।
পাত্র মিত্র কত শত, আছয়ে নিয়ম মত,
পত্র বহ, ছত্র ধর, দ্বারী॥
রাজার এ প্রিয়ারাণী, কে হেলিবে এঁর বাণী,
মৃত্যু ভয় শূন্য বল কেবা।
ক্ষমতা অধিক তাই, সুরা রাজ্যে সর্ব্ব ঠাঁই.
সর্ব্ব জনে করে রাণী সেবা॥
তাই বলি এইক্ষণে, বিচার করিয়া মনে,
নিষ্কোষ কৃপাণ করে ধর।
দলে মিলি সর্ব্বজনে, দুরাচার এরাজনে,
দেশ হৈতে তিরোহিত কর॥
নতুবা দেশের ভাই, কখন মঙ্গল নাই,
অমঙ্গল দেখি পায় পায়।
পীযূষ সাগরে যদি, পড়ে গিয়া মূত্র নদী,
কুত্র কেবা পান করে তায়॥
অধিক কি কব আর, করিলাম এই বার,
এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের পরিশেষ।

এই মাত্র কহি আর, উঠি সবে এক বার,
দেখ বঙ্গ জননীর ক্লেশ ॥

সমাপ্তঃ।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৮	মন	বঙ্গ
৩	১১	শেষে —পুরি।	শেষে—পুরি
ঐ	১২	আর— ভুরি ॥	আর—ভুরি
৬	৪	শত্রুর	মিত্রের
ঐ	ঐ	মিত্রের	শত্রুর
ঐ	৫	আজ্ঞা	করে
ঐ	১৭	পরযাতে	যাতে
৭	৩	পুন	পুন
৯	২৩	ইন্দীবর	ইন্দুসখা
১৪	২	তাত্	তা—ত
২০	৬	নাহি কি মন্ত্রণা ॥	নাহি কি মন্ত্রণা।
২১	১১	ভুমির	ভূমির
২৯	৬	হরি	ছবি

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি পট
ডাঙ্গার ২১ নম্বর দোকানে শ্রীগোবিন্দচন্দ্র ঘোষে
নিকট অথবা আমড়াতলা গলি ১২ নম্বর ভবনে বা
বিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে পাই
পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে আমি ক্ষুব্ধ এবং তুষ্ট চিত্তে "বর্ত্তমান বঙ্গদেশ" নামক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিলাম। এক্ষণে বঙ্গদেশে কোথাও বা দেশ হিতৈষী মহোদয় গণকে চিরাগত কুসংস্কার বৃক্ষের মূলচ্ছেদনে সাধ্যাতিরিক্ত আয়াস পাইতে দেখিয়া আনন্দ ভোগ করা যায়; কোথাও বা দুরাচার দুষ্টমতি গণকে সেই কুপ্রথা তরুর মূলে বারি সিঞ্চন এবং অন্যান্য কুরীতি কানন হইতে নূতন নূতন অসংখ্য পাদপ রোপণ করিতে দেখিয়া ক্ষোভ হ্রদে মগ্ন হইতে হয়। ফলতঃ বঙ্গভূমির বর্ত্তমান অবস্থাবলোকনে কেহই নির্ম্মল আনন্দ ভোগ করিতে পারেন না এবং কাহাকেও অপার দুঃখ পারাবারে মগ্ন হইতে হয় না। আমি এতৎ গ্রন্থ প্রণয়ন কালে পূর্ব্বোক্ত ক্ষোভ ও আনন্দ উভয়েরই অধিকারী হইয়াছি। মাতৃ ভূমি বঙ্গদেশের কতিপয় কুৎসিত আচার ব্যবহার এবং পক্ষান্তরে কতিপয় প্রশংসা যোগ্য গুণ বঙ্গবাসি জন গণকে বিদিত করাই আমার বাসনা। কার্য্যতঃ ইহাতে বাঙ্গালিদিগের কতকগুলি মুখ্য দোষ এবং কতকগুলি প্রধান সদ্গুণ স্থূলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া সূক্ষ্ম বর্ণনায় হস্তক্ষেপ করিলে

গ্রন্থ খানির কলেবর দীর্ঘ হইয়া পড়ে অবকাশাভাবে তাহাতে আয়াস পাইতে পারে নাই। এবং এতাদৃশ অসম্পূর্ণ স্থূল বর্ণনা পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও সুধী সমাজে প্রচারিত করাও আমি বিধেয় বিবেচনা করি নাই। কেবল শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ বসু, যাদবচন্দ্র বসু, অক্রূরচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কতিপয় মান্য বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই ইহা প্রকাশ করিলাম। পাঠকগণ! আমার দোষ রাশি ক্ষমা করিলেই আমি চিরানুগৃহীত বোধে শ্লাঘা করিব।

শ্রীবিহারিলাল মিত্র।

উপহার।

পরম-আরাধ্য

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্য নাথ বসু

দাদা মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

আরাধ্য দাদা মহাশয়।

ক্ষুদ্র বস্তু মাত্রেরই মহতের আশ্রিত হওয়া সর্ব্বাংশে বিধেয়। ক্ষুদ্রলতা শ্রেণী প্রকাণ্ড অচলাবলীর আশ্রয় ভুক্ত হইলে ঝটিকা তাহার কি করিতে পারে? নশ্বর মনুজগণ ভাগীরথী ভক্ত হইলে যমের আর কি ভয়?! আমি এই বিবেচনায় এতৎ ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়া মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিলাম। বিশেষতঃ পুস্তক খানির যাহা উদ্দেশ্য তাহা, বোধ হয়, মহাশয়ের শ্রীচরণে অর্পিত হইলে, সর্ব্বাংশেই সাধিত হইতে পারিবে। কারণ, আমার বাসনা যাহাতে বঙ্গ ভূমির দোষ গুলি সংশোধিত হয় এবং আপনিও দেখিতেছি সেই শোধন স্বরূপ রণক্ষেত্রে একজন প্রধান দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা। অতএব আর্য্য! ভরসা করি মহাশয়ের অনুপযুক্ত এই যৎসামান্য উপহার ভবদীয় অনুগ্রহ আকাঙ্খী এ কিঙ্করকে ও রাজীব চরণের ছায়া ভোগে বঞ্চিত করিবেনা। মহাশয়ের চিরানুগৃহীত সেবক।

শ্রীবিহারিলাল মিত্র।

বর্ত্তমান বঙ্গদেশ।

অর্থাৎ

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা।

শ্রীবিহারিলাল মিত্র

প্রণীত।

"————————Wherever we roam
Our first, best country ever is at home"
Goldsmith.

কলিকাতা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে

মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৮৮।

[মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।]

বর্ত্তমান বঙ্গদেশ।

অর্থাৎ

বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা।

—o•—

শ্রীবিহারিলাল মিত্র

প্রণীত।

"————————Whereever we roam
Our first, best country ever is at home"
Goldsmith.

কলিকাতা।

বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্রে

মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৭৮৮।

[মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।]